তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আবদুর রশীদ
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

১.০০ : শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণ, জীবনের মানোন্নয়ন এবং সর্বোপরি জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে সে দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৩ কোটির ঊর্ধ্বে, যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এ বিশাল জনগোষ্ঠিকে অশিক্ষিত, অবহেলিত রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নারী শিক্ষার উন্নয়ণ ও বিকাশ আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন। কিন্তু এ স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম ও অকপট অঙ্গীকার। কেননা দীর্ঘ যুগের লালিত সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যোবোধ ও সংস্কারের কারণে শিক্ষা অর্জনে নারীকে যথাযথভাবে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি পালনে আমরা রয়েছি অনেক পিছিয়ে। একজন পরিবারের প্রধান, সমাজের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা যে কোন পেশায় বা দায়িত্বে আমরা নিয়োজিত থাকিনা কেন- নারীকে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদানে সহায়তা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। যেহেতু একজন নারীকে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় অনেক বাধা-বিপত্তির, আর তাই এই সব বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত অঙ্গীকার।

২.০০ : বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা বিস্তার তথা নারীর অধিকার রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণ এবং জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শিক্ষার প্রসার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রতিটি বালক-বালিকাকে শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তৎকালীন সরকার জানুয়ারী ১৯৯৪ হতে 'জাতীয় ভিত্তিক ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ কর্মসূচী' গ্রহণ করেছেন যা নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হিসাবে বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

৩.০০ : মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমটি মূলত ১৯৮২ সালে USAID এর আর্থিক সহযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে সর্বপ্রথম চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানায় চালু করা হয়। পরবর্তীতে ৭টি থানাকে অন্তর্ভূক্ত করে নোরাড (NORAD) কর্তৃক জুলাই ১৯৯২-১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পটি পরিচালিত হয়। নোরাড সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার ১৯৯৪ সালে সমগ্র দেশের ৪৬০টি গ্রামীণ থানাকে অন্তর্ভূক্ত করে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে 'মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) জাতীয় ভিত্তিক ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ কর্মসূচী' প্রবর্তন করেন। জাতীয় ভিত্তিতে এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংক (১১৯টি উপজেলায়), এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (৫৩টি উপজেলায়) এবং নোরাড (১৯টি উপজেলায়) এই তিনটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৭০টি থানাতে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪.০০ : বস্তুতপক্ষে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলে নারী-শিক্ষা অর্জনের এক নীরব সামাজিক বিপ্লব শুরু হয় এদেশে। দেশের আনাচে-কানাচে অজানা-অচেনা গ্রামের মেয়েরা লাভ করে বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের কাঙ্খিত সুযোগ। প্রণোদিত হন এইসব মেয়েদের অভিভাবকরা তাদের কন্যা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার। প্রণোদিত হন সমাজের সকল মানুষ। মূলত এ এক সামাজিক আন্দোলন- আন্দোলন পুরুষের পাশাপাশি নারীকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করার। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করার পূর্বে ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তিকৃত মোট ২৯,৯৩,৭৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০,১৫,৭৪৫